কালের কণ্ঠ

অনুসন্ধান করুন...

ঢাকা, শনিবার ২০ জুন ২০১৫, ৬ আষাঢ় ১৪২২, ২ রমজান ১৪৩৬

প্রকাশ : ২০ জুন, ২০১৫ ০০:০০:০০

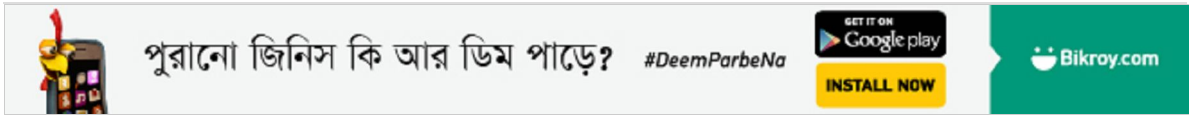

পিতৃভূমির খোঁজে

সিরাজ ইস্পাহান কারবালা

সৈয়দ গোলাম আব্বাস

শেয়ার - মন্তব্য (0) - প্রিন্ট

গোলাম আব্বাসের হাতে নবাবি আংটি

অ অ- অ+

তেহরানের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার পর পুলিশ অফিসার সালাম জানিয়ে ফার্সিতে বললেন-'সুমা মেহমানে মাহাস্তিদ দার ইরান খোশ আমদেদ।' মানে হলো, আপনি আমাদের অতিথি, আপনাকে ইরানে সুস্বাগত। তেহরান থেকে ইস্ফাহান হয়ে সিরাজ যেতে হয়। বাসে লাগে ১৪ ঘন্টা। ইস্ফাহানে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি সৌন্দর্য উপস্থিত। এখানে দেখলাম হাস্যোজ্জ্বল বাগান, জায়েনরুদ নদী, ঝরনা, প্রজাপতির অভয়ারণ্য ইত্যাদি। মিউজিয়াম বাগিচায় গাছ দিয়ে তৈরি ভাস্কর্য দেখে খুব ভালো লাগল। এখানে ঝরনার কোল ঘেঁষেই আছে এক পুকুর শ্বেতপদ্ম। ফুলের বাগানকে ইরানিরা বলে গুলিস্তান বা গোলেস্তান। ঢাকার গুলিস্তানের নামও সেভাবে হয়েছিল। আজকে অবশ্য বোঝার সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) ইসলাম প্রচারে ইরান থেকেই এসেছিলেন বাংলাদেশে। আবার ইরানের জাতীয় নেতা ইমাম খোমেনির দাদা ভারতের কাশ্মীর থেকে ইরান গিয়েছিলেন। আরেকটি খবর জানাই, ফার্সিতে গোলাপকে বলে গোলাব। ইরানের কাশানে বসন্তে শুধু গোলাপেরই চাষ হয়। যা হোক, আমার গন্তব্য সিরাজ। নবাব আলীবর্দী খান সিরাজে জন্মেছিলেন। এটি তাঁর মাতৃভূমি মানে নানাবাড়ি। এখান থেকে তিনি গিয়েছিলেন ভারতবর্ষে। তিনি ছিলেন নবান সিরাজউদ্দৌলার নানা। সিরাজও খুব সুন্দর। কবি

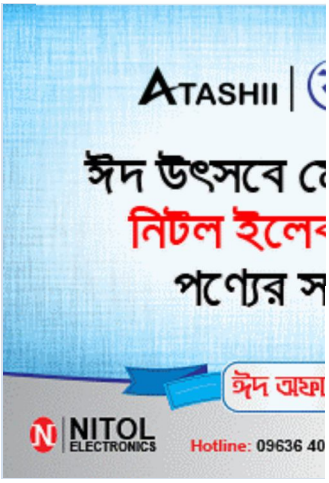

অবসরে - এর আরো

সিরাজী নি

একদিন সা

হামদর্দ

একনজরে

Ads

শেখ সাদী এবং হাফিজের কবর আছে সিরাজে। সিরাজের অন্যতম দর্শনীয় স্থান পাসার গার্দ। ১৭৪৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সিরাজ ও লুৎফুননিসার বিবাহ সম্পন্ন হয় মুর্শিদাবাদে। নানা আলীবর্দী খাঁ প্রিয় নাতির বিয়েতে অতিথিদের পারস্যের সুগন্ধি উপহার দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, বিয়ের অনুষ্ঠানে সিরাজ থেকে অনেক আমির-ওমরাহ যোগ দিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন বিখ্যাত সব শায়ের। তাঁরা ফেরার সময় নব দম্পতিকে সিরাজ ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। বিয়ের অল্প দিন পরে বলা যায় মধুচন্দ্রিমায় সিরাজ ও লুৎফুননিসা সিরাজ গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের রাজকীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আলীবর্দী খাঁ লুৎফাকে স্বপ্নের প্রাসাদ হীরাঝিল উপহার দিয়েছিলেন। সে প্রাসাদের কারিগর ছিলেন ইরানিরা। প্রাসাদে দারুণ ইরানি বাগিচা ছিল। লুৎফা ভ্রমরের মতো ঘুরে বেড়াতেন তাতে। নবাব আলীবর্দী খাঁ যুদ্ধে যেতেন পারস্যের বিভিন্ন সুগন্ধি নিয়ে। লুৎফাও সুগন্ধি পছন্দ করতেন। নবাব আলীবর্দী খানের নবাবি আমলে ফ্রান্স থেকে আগত সেনাপতি সিনফ্রে দুধে গোলাপের পাপড়ি ফেলে গোসল করতেন। সেই দিনগুলোয় হীরাঝিলের উৎসবাদিতে পায়রা, আবাবিল, টিয়া, কাকাতুয়া আর ময়ূর পারস্যের সুগন্ধিতে ভিজিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হতো হলঘরে।

পারস্যের সুগন্ধি ছড়িয়ে লুৎফা চাঁদনি রাতে ভাসতেন ভাগীরথী নদীতে। গ্রীষ্মের দহন থেকে মুক্তি পেতে স্নান করতেন পারস্যের সুগন্ধি জলে। ভারতে আতর তৈরির পুরনো জায়গা মুর্শিদাবাদ। মোগল আমলে এখানকার আজগর হোসেনের তৈরি গোলাপি আতর জগদ্বিখ্যাত হয়েছিল।

পারস্য এখনো খুশবুময়। ডিওডরেন্ট বা পারফিউমের সঙ্গে তরুণরা আতরও লাগায়। তারা বিডস বা কাঠের মোটা ব্রেসলেট পরে। একটু বয়স্করা ঝুঁকেছে মেটাল ব্রেসলেটে। রাশি বিচার করে দামি দামি পাথরও জড়ায় গায়ে।

ইরাকের কারবালায়ও গিয়েছিলাম। সেখানে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর রওজা জিয়ারত করেছি। সিরাজউদ্দৌলার আম্মা আমিনা বেগম মানত করেছিলেন, সিরাজ নবাব হলেই ছেলেকে নিয়ে প্রথম যাবেন কারবালায়। সিরাজ আম্মার মানত পূরণে কারবালায় যান। আর কারবালা প্রান্তরের মাটি নিয়ে এসে মুর্শিদাবাদে মদিনা মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মসজিদটি এখনো আছে মুর্শিদাবাদে।

56 Google + 0 0 0 56

মন্তব্য

comments (2)